بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 12

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার, 26 শে মে, 2016 26 হিজরত, 1395 হিজরী শামসী 18 শা'বান 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমার অবস্থা এইরূপ যে, মৃত্যু মুখে পতিত হলেই আমি রোযা ত্যাগ করব। রোযা ত্যাগ করতে ইচ্ছেই হয় না। এগুলি বরকতময় দিন এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও রহমত অবতীর্ণ হওয়ার দিন।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

দরসুল কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(আল বাকারা: ১৮৪-১৮৫)

অর্থঃ- হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিতে পার।

(ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে; এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, তাহাদের উপর ফিদিয়া–এক মিসকীনকে আহার্য দান করা। অতএব, যে কেহ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করিবে, উহা অবশ্য তাহার জন্য উত্তম হইবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তাহা হইলে জানিও যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণ কর।

দরসুল হাদীস

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهٗ اِلَّا الصِّيَامَ فَاِنَّهٗ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ ۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ : اِنِّيْ صَائِمٌ ۔ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ ۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا ، اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ ، وَاِذَا لَقِيَ رَبَّهٗ فَرِحَ بِصَوْمِهٖ ۔

(بخاری کتاب الصوم باب هل يقول انی صائم اذا شُتِمَ)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষের যাবতীয় কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা আমার জন্য এবং এর পুরস্কার হব আমি স্বয়ং । অর্থাৎ এই পুণ্যের প্রতিদানে সে আমার সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা ঢাল (বর্ম) স্বরূপ। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ রোযা রাখে সে যেন অশালীন কথাবার্তা এবং চিৎকার চেঁচামেচি থেকে বিরত থাকে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা তার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে উদ্যত হয়, তবে সে যেন প্রত্যুত্তরে বলে, 'আমি রোযা রেখেছি'। সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে মহম্মদ (সা.)-এর প্রাণ রক্ষিত আছে! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'লার নিকট মৃগনাভীর (কস্তুরী) চাইতে অধিক পবিত্র ও প্রিয়। কেননা, সে খোদা তা'লার কারণে নিজের এই অবস্থা করেছে। রোযাদারের জন্য দু'টি খুশি নির্ধারিত রয়েছে। একটি খুশি সে সেই সময় প্রাপ্ত হয় যখন সে ইফতার করে এবং দ্বিতীয় খুশি সে সেই সময় লাভ করবে যখন সে রোযার কারণে আল্লাহ্ তা'লার সহিত সাক্ষাত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

"আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে 'রময' বলা হয়। যেহেতু রমযান মাসে রোযাদার পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ বিলাস হতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণের ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, সেজন্য এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযান হয়েছে। আভিধানিকগণ বলে থাকেন, রমযান গ্রীষ্মকালে এসেছিল বলে একে 'রমাযান' বলা বলা হয়েছে। আমার মতে এই ধারণা ঠিক নয়। কেননা, আরব দেশের জন্য এতে কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও ধর্ম কর্মে উদ্দীপনা। 'রময' এমন উত্তাপকেও বলা হয় যাতে পাথর প্রভৃতি পদার্থ উত্তপ্ত হয়।"

(মালফযুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৬, এডিশন ২০০৩, কাদিয়ানে মুদ্রিত)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

রমযান মাস বরকতপূর্ণ মাস। এটি দোয়ার মাস।

তিনি (আ.) আরও বলেন: " আমার অবস্থা এইরূপ যে, মৃত্যু মুখে পতিত হলেই আমি রোযা ত্যাগ করব। রোযা ত্যাগ করতে ইচ্ছেই হয় না। এগুলি বরকতময় দিন এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও রহমত অবতীর্ণ হওয়ার দিন।"

(মালফযুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৯, এডিশন ২০০৩, কাদিয়ানে মুদ্রিত)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ত্রয়োদশতম বাৎসরিক শান্তি সম্মেলনে আমীরুল মু'মেনীন (আইঃ)-এর বরকতময় উপস্থিতি এবং ভাষণ।

রিপোর্ট ঃ হাফিয মহম্মদ জাফরুল্লাহ আজিয

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২২ এপ্রিল, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১৪-১৫)

(খুতবার অবশিষ্টাং)

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমরা আহমদীরা বিশ্বাস করি যে, এমন ভুলের সংশোধনের জন্য আল্লাহ তা'লা যুগের ইমাম জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতাকে আবির্ভুত করেছিলেন। তিনি আমাদেরকে বলেন, ধর্মীয় যুদ্ধের যুগ এখন অতীত, এবং আল্লাহ তা'লা চান যে, মানুষ যেন শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে পরস্পরের অধিকার প্রদান করার মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে জীবন যাপন করে। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজের জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দিক থেকে ধর্মের দুটি অংশ রয়েছে বা বলা যেতে পারে যে, ধর্ম দু'টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ এক-অদ্বিতীয় খোদাকে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সনাক্ত করা, এবং তাঁর প্রতি নিষ্ঠা, ভালবাসা এবং ভালবাসার যাবতীয় দাবী পূর্ণ করার মাধ্যমে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা। দ্বিতীয়তঃ তাঁর সৃষ্টির সেবা করা এবং নিজের যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্যকে অপরের সেবার্থে নিয়োজিত করা। কোন সম্রাট হোক বা প্রশাসক হোক বা সাধারণ মানুষ, যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পূণ্য কর্ম করে, প্রতিদানে আপনিও তার সঙ্গে কৃতজ্ঞতাপূর্বক সদাচারণ করুন। এবং তাঁর সঙ্গে সর্বদা ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখুন।

এরপর হুযুর (আ.) সুরা নাহলের ৯১ নম্বর আয়াতের তফসীর বর্ণনা করেন, যে আয়াতটির অর্থ হল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচার ও উপকার সাধন করিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করিবার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করিবার আদেশে দিতেছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দ কার্য এবং বিদ্রোহ করিতে বারণ করিতেছেন' । আয়াতটির তফসীর বর্ণনা করে বলেন, খোদা তা'লা চান যে, তোমরা যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি ন্যায় নীতি অবলম্বন কর। এর দ্বারা মুসলমানদেরকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, তারা যেন ঐ সমস্ত মানুষের প্রতি পূণ্য কর্ম করে যারা তোমাদের প্রতি কোন পুণ্য কর্ম করে নি। এরপর তিনি এও বলেন যে, এটি মুসলমানদের কাছে দাবি করে যে, তারা যেন খোদা তা'লার সৃষ্টির সাথে এমন পর্যায়ের সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করে যেন তারা নিজেরই আত্মীয়। যেরূপ একজন মা নিজের সন্তানের প্রতি আচরণ করে।' এখানে হুযুর (আ.) বলছেন, প্রত্যেক মুসলমান যেন জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে এমনভাবে ভালবাসে যেরূপ মা তার নিজের সন্তানকে ভালবাসে। কেননা, এটি হল অকৃত্রিম, নির্ভেজাল ও উৎকৃষ্ট পর্যায়ের ভালবাসা। দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ যেখানে একে অপরের প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করে সেখানে এমন সম্ভাবনাও নিহিত থাকে যে, অনুগ্রহকারী তার অনুগ্রহের বড়াই করবে এবং প্রতিদানে অনুগ্রহের আকাঙ্খাও পোষণ করবে। কিন্তু তা সত্বেও মায়ের ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে, এবং সন্তানের প্রতি তার ভালবাসার সম্পর্ক এমনই অনন্য হয়ে থাকে যে, সে তার জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে, কিন্তু সে কোন প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্খী হয় না বা কোন প্রকার প্রশংসার মুখাপেক্ষীও হয় না। এই কারণেই এটি হল সেই পরম মার্গ ইসলাম যার শিক্ষা দিয়ে থাকে। যে দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদেরকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি এমন ভালবাসা রাখার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেরূপ একজন মা তার সন্তানকে ভালবাসে। এটিই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ তা'লার আদেশ হল, আল্লাহ তা'লা চান তাঁর প্রতি ঈমান আনে তারা যেন যার তাঁর গুণাবলীকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে। অতএব, কারোর প্রতি অত্যাচার করা একজন মুসলমানের পক্ষে সম্ভবই নয়। অনুরূপভাবে কোন প্রকার অন্যায়, অত্যাচার এবং চরমপন্থার অনুমতি দেওয়াও ইসলামের পক্ষে সম্ভব নয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত কয়েক বছরে বহুবার ইসলামের মৌলিক শিক্ষার এই বিষয়গুলি আমি বর্ণনা করেছি। হুযুর বলেন, আমি একাধিক বার কুরানের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছি যে, আমি যা কিছু বলেছি তা ইসলাম সম্মত শিক্ষা। তথাপি এটিও বাস্তব যে, আমাদের শান্তির বার্তাকে সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় না। অথচ এর বিপরীতে সেই সকল মুষ্টিমেয় মানুষদেরকে বিশ্ব মিডিয়ায় অনবরত প্রচার করা হয় এবং অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় যারা যাবতীয় প্রকারের জুলুম, অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মিডিয়া মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা বা মত তৈরী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কারণে মিডিয়াকে তাদের এই শক্তিকে দায়িত্বসহকারে সমাজের কল্যাণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের অন্যায় কাজের প্রতি নিজেদের মনোযোগ নিবদ্ধ না রেখে তাদের উচিত ইসলামের প্রকৃত চিত্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা। সন্ত্রাসী ও উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির এমন অপকর্মের প্রচার তাদের জন্য অক্সিজেনের কাজ দেয়। এই কারণে আমার এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি মিডিয়া এদিকে মনোযোগ দেয় তবে আমরা অচিরেই পৃথিবী ব্যপি অন্যায়-অত্যাচার, বর্বরতা, এবং সন্ত্রাসের অবসান হতে দেখব।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এবিষয়টি বুঝতে অক্ষম যে, উগ্রবাদীরা কিভাবে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের ঘৃণ্য অপকর্মের বৈধতা অর্জন করতে পারে যারা ইসলাম এবং এর উৎকৃষ্ট শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ? ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা যাবতীয়া প্রকারের উগ্রতা থেকে এমন ভাবে বাধা প্রদান করে বৈধ যুদ্ধের সময়ও আল্লাহ তা'লা আদেশ দিয়েছেন যে, শাস্তি যেন অপরাধ অনুপাতেই দেওয়া হয়, এবং ধৈর্য অবলম্বন করা এবং ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করা উত্তম। অতএব, যে সমস্ত নামধারী মুসলমানরা হিংসা, অন্যায় ও বর্বরতায় লিপ্ত আছে তারা আল্লাহ তা'লার শাস্তি এবং অসন্তুষ্টিকে আমন্ত্রন জানাচ্ছে।

হুযুর বলেন, বর্তমানে যখন মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে ভীতি ক্রমশ বেড়ে চলেছে, আমি একথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতে চাই যে, কুরান করীম বার বার ভালবাসা এবং বিনম্রতার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। যদি কোন অত্যন্ত অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে কুরান করীম আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতিও প্রদান করে থাকে তবে সেটি কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বর্তমানে আমরা দেখি যে, মুসলিম হোক বা অ-মুসলিম, অধিকাংশ দেশ এবং সংগঠন যারা যুদ্ধে লিপ্ত আছে তারাও দাবি করে যে, তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছে। সাধারণত দেখা যায় যে, বৃহত শক্তিগুলির পক্ষ থেকে যখন যুদ্ধ করা হয় তখন মানুষ সেগুলিকে উপেক্ষা করে বা অন্ততপক্ষে তাদের কার্যকলাপকে কোন ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে না। তথাপি আমরা যেহেতু এমন একটি পরিবেশে বসবাস করছি যেখানে ইসলামি শিক্ষাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে, আমরা লক্ষ্য করি যে যাবতীয় প্রকারের অন্যায়-অত্যাচার এবং যুদ্ধে যেখানে মুসলমানরা লিপ্ত আছে সেগুলিকে অবিলম্বে ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়। অথচ ঐ সমস্ত মানুষ এবং সম্প্রদায়ের কথাকে কানেই তোলা হয় না যারা ইসলামের প্রকৃত এবং শান্তিপূর্ণ শিক্ষর প্রচার ও প্রসারে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর সেগুলি ব্যাপকভাবে উপযুক্ত প্রচারও পায় না।

এরপর সাতের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

ফিকাহ সংক্রান্ত প্রশ্নকারীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজেও দিতেনন এবং অনেক সময় অন্যান্য আলেমগণের নিকটও তাদেরকে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু বহু প্রশ্ন যেগুলি বাহ্যতঃ ছোট হলেও সেগুলির ক্ষেত্রে অনেক সময় তিনি জামাতের আলেমগণের সংশোধন করতেন। এবং অনেক সময় যখন তিনি (আ.) দেখতেন যে, এই বিষয়টির সমাধান এমন কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে জগতবাসীকে পথের দিশা দেওয়া আবশ্যক, তখন তিনি নিজেই সেবিষয়টির সমাধান বলে দিতেন।

বিভিন্ন সময়ে তিনি যে সমস্ত ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ণনা করেছেন তা পাকিস্তানের নাযারাত ইশাআত বড় পরিশ্রম করে কিছু আলেমদের সাহায্য নিয়ে যাদের মাঝে জামেয়ার প্রফেসর এবং ছাত্ররাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের মাধ্যমে এগুলো সংকলন করেছে যা 'ফিকহুল মসীহ্' নামে এখানে প্রকাশিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল রয়েছে। এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে বন্ধুদের এই বই ক্রয় করা উচিত।

সফরে নামায সংক্ষিপ্ত করা, জুমআর নামাযের সাথে আসরের নামায একত্রে পড়ার ক্ষেত্রে জুমআর নামাযের পূর্বের সুন্নত পড়া, সফরে জুমআর নামায পড়া, বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জা ও বাজি ফাটানো প্রভৃতি বিষয়াদি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রদত্ত পথ-প্রদর্শনের উল্লেখ।

সাহিওয়ালের সাবেক জেলা আমীর মুকাররম ডক্টর আতাউর রহমান সাহেবের (মরহুম) স্ত্রী মুকাররমা আমাতুল হাফীয সাহেবের মৃত্যু। মৃতার সৎগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ-এ প্রদত্ত ২২শে এপ্রিল ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (২২ শাহাদত,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করছিলেন যে, মানুষের জন্য দু'টো জিনিসের পরিচ্ছন্নতা অত্যাবশ্যক। একটি হলো চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতা আর অপরটি সূক্ষ্ম আবেগ অনুভূতি এবং পুন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত আবেগ অনুভূতির পরিচ্ছন্নতা। হৃদয়ের সাময়িক পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে মানুষের সুগভীর আবেগ অনুভূতি সংক্রান্ত চেতনা অর্জন হয় না। স্থায়ী এবং পূতঃ পবিত্র আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি হয় হৃদয়ের পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং পরিচ্ছন্নতার কল্যাণে অর্থাৎ চিন্তা ধারার পরিচ্ছন্নতা যাকে আরাবীতে 'তানভীর' বলা হয় এবং যা মনমস্তিষ্কের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতার ফলে অর্জন হয়। 'তানভীর'-এর অর্থ হলো মানুষের মাঝে এমন আলো সৃষ্টি হওয়া যার ফলে পবিত্রতা এবং সঠিক ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হয়। চেষ্টার মাধ্যমে পবিত্র চিন্তা ধারা সৃষ্টি করাকে 'তানভীর' বলা হয় না বরং 'তানভীর' হলো এমন যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া যার ফলে মাথায় সবসময় সঠিক চিন্তা ধারাই বিরাজ করে, কখনো ভ্রান্ত চিন্তা ধারা সৃষ্টি হয় না, আর এটি স্পষ্ট বিষয় যে, এই বিষয়গুলো অনররত চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং খোদার কৃপা গুণেই সৃষ্টি হয়। যাহোক এ প্রেক্ষাপটে তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বলেন, আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, কোন সময় যখন তাঁকে ইসলামী আইন সংক্রান্ত কোন বিষয় জিজ্ঞেস করা হতো, যেহেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো তাদের স্মরণ থাকে যারা সবসময় এমন কাজে রত থাকে তাই প্রায় সময় তিনি বলতেন যে, যাও মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞেস কর বা অনেক সময় মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুমের নাম নিতেন যে, তাঁকে জিজ্ঞেস কর বা মৌলভী সৈয়্যদ আহসান সাহেবের নাম নিয়ে বলতেন যে, তাঁকে জিজ্ঞেস কর বা অন্য কোন মৌলভীর নাম নিতেন। আর কোন কোন সময় যখন তিনি দেখতেন যে, এই বিষয়ের সমাধান এমন কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে যেখানে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে পৃথিবীকে পথের দিশা দেওয়া তাঁর জন্য আবশ্যক, তখন তিনি স্বয়ং এর উত্তর দিতেন, কিন্তু কোন বিষয়ের সম্পর্ক যদি সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে না থাকত তখন তিনি বলতেন যে, অমুক মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস কর। আর সেই মৌলভী সাহেব বৈঠকে উপস্থিত থাকলে তাকে বলতেন যে, মৌলভী সাহেব! এই বিষয়টির সমাধান কি? কিন্তু অনেক সময় যখন তিনি বলতেন যে, অমুক মৌলভী সাহেবের কাছে এই বিষয়টি জিজ্ঞেস কর তখন একই সাথে তিনি এটিও বলতেন যে, আমাদের প্রকৃতি অনুসারে এই বিষয়ের সমাধান এটি। আবার এটিও বলতেন যে, আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কোন বিষয়ে আমাদের যদি জানা নাও থাকে তবুও আমাদের অন্তারাত্মা থেকে এ সংক্রান্ত যে ধ্বনি উত্থিত হয় পরবর্তীতে হাদীস এবং সুন্নত থেকে সেই বিষয়টি ঠিক সেভাবেই প্রমাণিত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই বিষয়কেই 'তানভীর' বলা হয়। 'তানভীর' হলো, মানুষের মন মস্তিষ্কে যে চিন্তা ধারাই উদয় হয় তা সঠিক হওয়া। এক প্রকার সুস্থতা হলো মানুষের এটি বলা যে, আমি সুস্থ্য আছি, আরেক প্রকার সুস্থতা হলো পরবর্তীতেও মানুষের সুস্থ্য থাকা। তো 'তানভীর'হলো চিন্তা ধারার সেই সুস্থতার নাম যার ফলে ভবিষ্যতে যে চিন্তা ধারাই মাথায় উদয় হয় তা যেন সঠিক হয়। তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক চিন্তা ধারার জন্য আলোকিত চিন্তা ধারা আবশ্যক, আর আধ্যাত্মিভাবে আলোকিত হওয়ার জন্য তাকওয়া এবং পবিত্রতা আবশ্যক। সত্যিকার অর্থে মন মস্তিষ্কের প্রেক্ষাপটে 'তানভীর' শব্দের যে অর্থ রয়েছে হৃদয়ের প্রেক্ষাপটে সেটিই তাকওয়ার অর্থ। মানুষ সচরাচর পুণ্য এবং তাকওয়াকে এক ও অভিন্ন জিনিস মনে করে। অথচ নেকী বা পুণ্য হলো

সেই নেক কর্ম যা আমরা ইতিমধ্যে করেছি বা করার ইচ্ছা রাখি। তাকওয়া হলো ভবিষ্যতে মানুষের ভেতর যে আবেগ অনুভূতিই সৃষ্টি হোক তা যেন নেক আর পূতঃ হয়। যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মন মস্তিষ্কের সাথে চিন্তাধারা, ধ্যান ধারণা এবং অভিনিবেশ, এগুলোর সম্পর্ক আছে, এটিই 'তানভীর' বা এটিকে বলা হয় আলোকিত হওয়া। আর আবেগ অনুভূতির সবসময় পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট থাকার নাম হল তাকওয়া। মানুষের চিন্তাধারা যদি আলোকিত হয় এবং হৃদয়ের তাকওয়া অর্জন হয়ে যায় তাহলে সে পাপের আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকে। পাপের আক্রমন থেকে নিরাপদ হয়ে গেলে এমন মানুষ খোদার কৃপাভাজন হয়।

(আলফজল ৯মার্চ, ১৯৩৮)

যেভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন যে, সাধারণ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কোন কোন প্রশ্নকারীকে জামাতের অন্যান্য আলেমদের কাছে পাঠাতেন কিন্তু অনেক প্রশ্ন আছে যা বাহ্যত খুব ছোট এবং তুচ্ছ, এক্ষেত্রে তিনি জামাতের আলেমদেরও সংশোধন করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সফরে নামায কসর বা সংক্ষিপ্ত সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। সফর কি আর কসর সংক্রান্ত নির্দেশ বা শিক্ষা কিভাবে অনুসৃত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার রীতি হলো মানুষের নিজেকে অনেক বেশি সমস্যার মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। মানুষ যা সফর হিসেবে জানে সেটি দুই তিন মাইলের সফর হলেও সেই ক্ষেত্রে সফর এবং কসর সংক্রান্ত মাসলা মাসায়েল তার মেনে চলা উচিত। "ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত" তিনি বলেন, অনেক সময় আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে ভ্রমণের সময় দুই তিন মাইল পর্যন্ত চলে যাই কিন্তু কারো মাথায় এই কথা আসবে না যে, আমরা সফরে রয়েছি। কিন্তু মানুষ যখন তার ব্যাগ গুছিয়ে সফরের উদ্দেশ্যে বের হয় বা তার জিনিসপত্র নিয়ে বের হয় তখন সে মুসাফির হয়ে থাকে। তিনি বলেন, শরীয়তের ভিত্তি কাঠিন্যের ওপর নয়। তুমি যাকে সফর মনে কর সেটিই সফর।

(মালফুযাত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১১)

অতএব এই বিষয়টি এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যখন আপনি সফরের উদ্দেশ্যে বের হন সেটিই সফর। সম্প্রতি আমি এখানে একটি মসজিদের উদ্বোধনের জন্য যাই, খুব সম্ভব লেস্টার মসজিদের উদ্বোধনের জন্য যাই আর সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার ছিল। সেখানে আমি এশার নামায পুরো পড়িয়েছি। এতে অনেকের মাথায় প্রশ্ন জেগেছে যে, নামায কসর করানো হয়নি। তখন আমার স্মৃতিপটে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উক্তি ছিল যে, ব্যাগ গুছিয়ে যখন সফরের উদ্দেশ্যে বের হও সেটিই সফর, এটি যেহেতু এ ধরণের সফর ছিল না আর আমার যেহেতু ফিরে আসার ছিল তাই আমি নামায কসর করিনি। এছাড়া "ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত"-কেও আমি সামনে রেখেছি। যদি এটি সামনে থাকে তাহলে মানুষ নিজেকে বেশি কাঠিন্যের মুখেও ঠেলে দেয় না আবার সীমাতিরিক্ত সুযোগ সুবিধাও সন্ধান করে না বরং তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী মেনে চলা।

এই বিষয়টিকে খোলাসা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, নিজেদের নিয়্যত এবং উদ্দেশ্য ভালোভাবে খতিয়ে দেখ এবং সকল বিষয়ে তাকওয়ার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখ। যদি কোন ব্যক্তি দৈনন্দিন ব্যবসার জন্য প্রতিদিন বাহিরে যায় বা এই উদ্দেশ্যে সফরে যায় তাহলে সেটি সফর নয় বরং সফর সেটি যা মানুষ বিশেষভাবে অবলম্বন করে আর কেবল এই উদ্দেশ্যেই ঘর পরিত্যাগ করে, এটি সফর হিসেবে বিদিত হওয়া উচিত। দেখ! আমরা সচরাচর ভ্রমনের জন্য প্রতিদিন দুই দুই মাইল পর্যন্ত পাড়ি দিই, কিন্তু এটি সফর নয়। এমন সময় হৃদয়ের প্রশান্তি কোথায় তা দেখা উচিত। যদি কোন সংশয় ছাড়াই এটি অর্থাৎ হৃদয় ফতোয়া দেয় যে, এটি সফর তাহলে কসর কর। 'ইসতাফ্তে ক্বালবাকা' নিজের হৃদয়ের কাছে জিজ্ঞেস কর বা নিজ হৃদয়ের কাছে ফতোয়া চাও, এরপর নেক কর্ম কর। পুনরায় তিনি বলেন যে, সহস্র সহস্র ফতোয়া থাকলেও মু'মিনের নেক অভিপ্রায় নিয়ে হৃদয়ের প্রশান্তি সন্ধান করা পছন্দনীয় বা উন্নত একটি বৈশিষ্ট্য।

(মালফুযাত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৯৯-১০০)

সুতরাং মনের কাছেও ফতোয়া চাওয়া উচিত। নিয়্যত বা অভিপ্রায় নেক হওয়া উচিত আর একই সাথে হৃদয়ের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা উচিত।

কেউ প্রশ্ন করে যে, যে ব্যক্তি কেন্দ্রে আসে এখানে সে নামায কসর করবে কি না। এই প্রশ্ন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও করা হয়েছে আর আজও কেউ কেউ করে থাকে। অনেকের ধারণা হলো কেন্দ্রে গেলে কসর করতে হয় না। কাদিয়ান বা রাবওয়া যখন মানুষ যেতো বা এখানে এই কেন্দ্রেও কেউ কেউ আসে, তারা এই প্রশ্ন করে। তিনি (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি তিন দিনের জন্য এখানে আসে তার জন্য কসর করা বৈধ। আমার মতে যে সফরে সফরের সংকল্প থাকে তা তিন চার ক্রোশের সফর হলেও সেই ক্ষেত্রে নামায কসর করা বৈধ। হ্যাঁ ইমাম যদি স্থানীয় হয়ে থাকেন তাহলে তার পেছনে পুরো নামায পড়তে হবে। অতএব যেখানেই যান, কেন্দ্র হোক বা যে স্থানই হোক না কেন যিনি নামায পড়াচ্ছেন অর্থাৎ ইমাম যদি স্থানীয় হন তাহলে তিনি পুরো নামায পড়াবেন আর মুসাফিরও তার পিছনে পুরো নামায পড়বে। শাসক বা কর্মকর্তাদের ট্যুর বা সফর সফর নয়। সেসব কর্মকর্তা যারা ট্যুরে যায় তাদের সফর সফর গন্য হবে না। তারা এমনই যেভাবে কোন ব্যক্তি নিজের বাগানে ভ্রমন করে। বিনা কারণে বা অযথা সফরের তো কোন অস্তিত্বই নেই। (মালফুযাত, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩১১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কিভাবে বিভিন্ন মাসলা মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাহাবীদের সংশোধন করতেন এ সম্পর্কে কাজী আমীর হোসেন সাহেব বলেন, প্রথম দিকে আমার বিশ্বাস ছিল যে, সফরে সাধারণ অবস্থায় নামায কসর করা বৈধ নয়, শুধু যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ও ফিতনার ভয়ে নামায কসর করা বৈধ আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের সাথে এ বিষয়ে অনেক বিতর্কে লিপ্ত হতাম। কাজী সাহেব বলেন, সে সময়ে গুরুদাসপুরে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি মামলা বা মোকদ্দমা চলছিল, একবার আমিও সেখানে যাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে মৌলভী সাহেব অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এবং মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)ও ছিলেন কিন্তু যখন যোহরের নামাযের সময় হয় তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে বলেন যে, আপনি নামায পড়ান অর্থাৎ কাজী সাহেবকে বলেন। তিনি বলেন, আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই যে, আজকে সুযোগ পেয়েছি, আমি আজকে নামায কসর করবো না, পুরো নামায পড়ব বা পড়াব,তাহলে এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। আমি পুরো নামায পড়লে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই কিছু বলবেন। কাজী সাহেব বলেন যে, আমি এই সিদ্ধান্ত করে আল্লাহু আকবর বলার জন্য হাত উঠাই আর এই মানসে হাত উঠাই যে, নামায কসর করবো না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার পেছনে ডান দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তাৎক্ষনিকভাবে এক পা এগিয়ে সামনে আসেন এবং আমার কানের কাছে তাঁর পবিত্র মুখ রেখে বলেন যে, কাজী সাহেব দুই রাকাতই পড়াবেন আশা করি। তিনি বলেন, আমি নিবেদন করি যে, হুযূর! দুই রাকাতই পড়াব। কাজী সাহেব বলেন যে, তখন থেকে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আর আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করি। তো এই ছিল সাহাবীদের রীতি। তারা স্বতস্ফূর্ততার সাথে তাৎক্ষনিকভাবে বিতর্ক পরিত্যাগ করতেন।

(সিরাতুল মেহদী, খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ২৪-২৫)

কথা প্রসঙ্গে আমি এটিও বলতে চাই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন সময়ে ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়াদীও বর্ণনা করেছেন বা ফিকাহ্র বিষয়াদি বর্ণনা করেছেন। এমন নয় যে,সব বিষয়েই সমাধানের জন্য তিনি আলেমদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন,তিনি নিজেও বিভিন্ন সময়ে সমাধান দিতেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি যে সমস্ত ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ণনা করেছেন তা পাকিস্তানের নাযারাত ইশাআত বড় পরিশ্রম করে কিছু আলেমদের সাহায্য নিয়ে যাদের মাঝে জামেয়ার প্রফেসর এবং ছাত্ররাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের মাধ্যমে এগুলো সংকলন করেছে যা 'ফিকহুল মসীহ্' নামে এখানে ছাপা হয়েছে। এতে বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল রয়েছে। এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে বন্ধুদের এই বই ক্রয় করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুরস্কৃত করুন যারা এইসব কথা বা এমন ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়াদী বা ফিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয়াদী এক জায়গায় সংকলন করেছেন। তারা এটিকে খুব সুন্দরভাবে সম্পাদন এবং সংকলন করেছেন। আমি সময় পেলে বিভিন্ন সময় এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো।

জুমুআর নামাযের সাথে যদি আসরের নামায জমা করা হয় তাহলে জুমুআর নামাযের পূর্বের সুন্নতগুলো পড়া উচিত, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমাকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সফরে ছিলেন, তখন প্রশ্ন করা হয় যে, জুমুআর সময় কতক বন্ধুর মাঝে মতভেদ বা বিতর্ক দেখা দেয় যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ফতোয়া হলো যদি নামায জমা করা হয় তাহলে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আর মধ্যবর্তী সুন্নত মাফ হয়ে যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যখন যোহর আসর একত্রে পড়া হয় বা জমা করা হয় তখন পূর্ববর্তী এবং মধ্যবর্তী সুন্নত মাফ হয়ে যায় বা মাগরিব এশা যদি একত্রে পড়া হয় বা জমা করা হয় তাহলে মধ্যবর্তী এবং শেষের সুন্নত মাফ হয়ে যায়। কিন্তু মতভেদ যা দেখা দিয়েছে তা হলো এক বন্ধু বলেন যে, তিনি আমার সাথে এক সফরে ছিলেন, অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সাথে ছিলেন, আমি জুমুআ এবং আসরের নামায জমা করিয়েছি বা একত্রে পড়েছি আর জুমুআর পূর্বের সুন্নত গুলোও পড়েছি, তো এই উভয় কথাই সঠিক।একথাও সঠিক যে, নামায জমা হওয়ার ক্ষেত্রে বা একত্রে পড়ার ক্ষেত্রে সুন্নত মাফ হয়ে যায় আর এটিও সঠিক যে, রসূলে করীম (সা.) জুমুআর নামাযের পূর্বের সুন্নত গুলো পড়তেন, আর আমি সফরে তা পড়েছি এবং পড়ে থাকি। এর কারণ হলো জুমুআর নামাযের পূর্বে যে নফল পড়া হয় তা নামাযে যোহরের পূর্বের সুন্নত থেকে পৃথক। রসূলে করীম (সা.) জুমুআর সম্মানে এই সুন্নত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সফরে জুমুআর নামায পড়াও বৈধ আর ছেড়ে দেয়াও বৈধ। অর্থাৎ মানুষ যদি সফরে থাকে জুমুআ পড়তেও পারে আবার না পড়লেও চলে। কিন্তু না পড়ার অর্থ এই নয় যে, যোহরও পড়বে না, যোহর অবশ্যই পড়তে হবে। তিনি বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সফরে জুমুআ পড়তেও দেখেছি আবার জুমুআ ছাড়তেও দেখেছি। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক মামলা বা মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে গুরুদাসপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে ব্যস্ততা ছিল, তিনি বলেন যে, আজকে জুমুআ হবে না কেননা আমরা সফরে রয়েছি। এক ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রকার কৃত্রিমতামুক্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসেন এবং নিবেদন করেন, আমি শুনেছি হুযূর বলছেন যে, জুমুআ হবে না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তখন গুরুদাসপুরেই ছিলেন কিন্তু কোন কাজে তিনি কাদিয়ান ফেরত গিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি ধরে নেন যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) জুমুআ না পড়ার নির্দেশ এজন্য দিয়েছেন যে, মৌলভী সাহেব এখানে নেই, তিনিই জুমুআ পড়াতেন। তাই তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন যে, হুযূর! আমিও জুমুআর নামায পড়াতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ বলেন যে, হ্যাঁ আপনি হয়তো পারবেন কিন্তু আমরা সফরে রয়েছি তাই যোহরের নামায পড়ছি। তিনি বলেন যে, হুযূর আমি খুব ভালোভাবে জুমুআর নামায পড়াতে পারিআর আমি বেশ কয়েকবার জুমুআ পড়িয়েছিও। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দেখলেনযে, এই ব্যক্তির জুমুআর নামায পড়ানোর সুগভীর আগ্রহ রয়েছে, তখন তিনি বলেন যে, আচ্ছা! আজকে তাহলে আমরা জুমুআ পড়ে নেই।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সফরে জুমুআ পড়তেও দেখেছি আবারজুমুআ ছেড়ে দিতেও দেখেছি। সফরে যখন জুমুআ পড়া হয় আমি নামাযের পূর্বের সুন্ন তগুলো পড়ি আর আমার মতামত হলো তা পড়া উচিত। সচরাচর এটিই ফতোয়া কেননা এটি সাধারণ সুন্নত থেকে ভিন্ন প্রকৃতির এবং জুমুআর সম্মানে তা পড়া হয়। (আলফজল ২৪ জানুয়ারী ১৯৪২) সুতরাং যদি জুমুআর নামায পড়া হয় তাহলে জুমুআ এবং আসর একত্রে পড়ার ক্ষেত্রেও খুতবার পূর্বে যেহেতু সুন্নত পড়ার রীতি রয়েছে তা পড়া উচিত।

মানব জীবনে ব্যক্তিগত আনন্দের মুহূর্তও এসে থাকে আর সমষ্টিগতও আর দেশীয়ও। আনন্দের সময় আনন্দের বহিঃপ্রকাশও ঘটে থাকে কিন্তু অনেকেই এই ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির শিকার হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে অঢেল খরচ করা হয় বা ধর্মের নামে বা অন্য কোন অজুহাতে আনন্দ প্রকাশকে সম্পূর্ণভাবে অবৈধ মনে করা হয়। ইসলাম এই উভয় মনোবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), যিনি এ যুগে আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে মধ্যম পন্থা শিখাতে এসেছেন, তিনি আমাদেরকে প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও পথের দিশা দিয়েছেন। ধর্মীয় বিষয়েও আর জাগতিক বিষয়েও। নামাযের কথাতো আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি এখন এক বাহ্যিক বা জাগতিক আনন্দের মুহূর্তে কিভাবে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত আর এই ক্ষেত্রে তিনি কি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যেই কর্মপন্থা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা আমি উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে আলোকসজ্জা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন বিশেষ উপলক্ষে আলোকসজ্জা করা হয়ে থাকে। এই আলোকসজ্জার কথা বর্ণনা করার কারণ হলো, রানী ভিক্টোরিয়ার জুবলী উপলক্ষে আলোকসজ্জা করা হয়েছিল,বা অন্যকোন উপলক্ষে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা নেয়া হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, রানী ভিক্টোরিয়ার জুবলী উপলক্ষ্যেও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয় বা আলোকসজ্জা করা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে এটি করা প্রমাণিত। তিনি দু'বার রানী ভিক্টোরিয়া বা খুব সম্ভব এ্যাডওয়ার্ডের জুবলী উপলক্ষে আলোকসজ্জা করিয়েছেন বা হয়তো এই উভয় জুবলী রানী ভিক্টোরিয়ারই ছিল। আমার ভালোভাবে মনে পড়ে উভয় উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, শৈশবে এমন কথা যেহেতু আকর্ষণীয় হয়ে থাকে তাই আমার ভালোভাবে মনে আছে, মসজিদে মোবারকের কিনারায় প্রদীপ জ্বালানো হয় আর তেল ফুরিয়ে যায়। সে যুগে এভাবে তেলের প্রদীপ জ্বালানোর রীতি ছিল। মসীহ্ মওউদ (আ.) কাউকে বলেন যে, গিয়ে তেল নিয়ে আসা হোক। তিনি বলেন, আমাদের ঘরে, মসজিদে এবং মাদ্রাসায়ও প্রদীপ জ্বালানো হয়। মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবও এর স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। তাই নিছক আলোকসজ্জার বিরোধিতার তো প্রশ্নই উঠে না। অনেকেই বলে যে, আলোকসজ্জা ভ্রান্ত কাজ। তিনি বলেন, এই কথা ঠিক নয়। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস হলো, হাকাম হিসেবে বা যুগের ন্যায় বিচারক হিসেবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থি কোন কথাই বলতেন না আর তাঁর পক্ষ থেকে আলোকসজ্জার প্রমাণ পাওয়া যায় আর এ সম্পর্কে স্বাক্ষ্যও রয়েছেএবং আল হাকাম পত্রিকায়ও এটি উল্লেখিত রয়েছে। তাই আলোকসজ্জা সম্পর্কে কোন বিতর্কের প্রয়োজন নেই যে, কেন করা হবে, কিভাবে করা হবে আর কখন করা হবে, অপব্যায় হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহোক, তিনি বলেন, এই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করেছেন তা নিজের মাঝে এক প্রজ্ঞার দিক রাখে, যেভাবে মু'মিনের প্রতিটি কাজে এটি থেকে থাকে। আলোকসজ্জা যখন ব্যাপক পরিসরে করা হয় এবং প্রত্যেক ঘরে আলোকসজ্জা করা আবশ্যক আখ্যা দেয়া হয় আর এত বেশি ব্যয় করা হয় যে, এর সত্যিকার কোন উপকারী দিক সামনে আসে না তখন তা অবৈধ। হ্যাঁ, দেশীও এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে বা যেখানে বেশি আলোর প্রয়োজন সেখানে যদি এটি করা হয় তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেভাবে হযরত উমর(রা.)-এর বরাতে হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব বলেন, বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে মসজিদে অধিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মীর সাহেব এ সংক্রান্ত স্বাক্ষ্য দিয়েছেন যে, প্রয়োজনে মসজিদে অতিরিক্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়। তিনি বলেন, মসজিদ এমন একটি স্থান যেখানে বেশি আলোর প্রয়োজন রয়েছে কেননা মানুষ সেখানে কুরআন করীম তিলাওয়াত করে বা অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকাদি পাঠ করে থাকে, তাই হযরত উমর (রা.) যদি মসজিদে অধিক আলোর ব্যবস্থা করে থাকেন তার পিছনে একটা যুক্তি আছে বা হিকমত আছে, নতুবা আমরা দেখেছি, ইসলামে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ যেভাবে করা হয় তা হলো এটি এমনভাবে করা উচিত যাতে মানব জাতির অধিক কল্যাণ সাধিত হয়। ঈদের সময় কুরবানী করা হয় যেন গরীবরা মাংস পায়। ঈদুল ফিতরের সময় ফিতরানার মাধ্যমে গরীবদের সাহায্য করা হয়। সুতরাং ইসলাম যেখানেই উদযাপনের নির্দেশ দিয়েছে সেখানে এ কথার ওপরও জোর দিয়েছে যে, এটি এমনভাবে উদযাপন করা উচিত যেন দেশ ও মানব জাতির সমধিক কল্যাণ সাধন হয় কিন্তু আলোকসজ্জার মাধ্যমে এমন কোন উপকার হওয়া সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে আলোকসজ্জা করিয়েছেন তার সাথে একটি রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট

ছিল। অনুরূপভাবে তিনি অনেক সময় আমাদেরকে বাজি বা পটকা কিনে দিতেন যেন বাচ্চারা আনন্দিত হয়। তিনি বলতেন, গন্ধক জ্বললে জীবানু ধ্বংস হয়ে যায়। তাই শুধু বাচ্চাদের আনন্দিত করার জন্য নয় বরং আতশবাজীতে গন্ধক থাকে যা জ্বললে বায়ু পরিস্কার হয়, তাঁর এমনটি করার এটিও একটি কারণ ছিল। তিনি বেশ কয়েকবার আমাদেরকে পটকা এবং ফুলঝুড়ি ইত্যাদি কিনে দিয়েছেন। যদিও এটি এক ধরণের অপব্যায় কিন্তু এতে সাময়িক উপকারিতা রয়েছে। এতে বড় ধরণের উপকারিতা না থাকলেও অন্তত পক্ষে বাচ্চারা আনন্দিত হত। বাচ্চাদের আবেগ-অনুভূতিকে দমন করলে যে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তা থেকে রক্ষা হত। কিন্তু তিনি পুরো জামাতকে আতশবাজির নির্দেশ দেননি, এটি বলেন নি যে, তোমরা আতশবাজি কর। হ্যাঁ শিশুরা কোন সময় তা করলে কোন ক্ষতি নেই। আর বায়ু পরিস্কার করার উদ্দেশ্যে যদি তা করা হয় তাহলে উভয় স্বার্থসিদ্ধি হয়, শিশুরাও আনন্দিত হয় আর বায়ুও পরিস্কার হয়। বাচ্চারা যদি কিছুটা বিনোদনের সুযোগ পায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। তাদের আবেগ অনুভূতিকে নির্দয়ভাবে পিষ্ট করা উচিত নয়। শিশুদের মাঝে এই অনুভূতিও থাকা চাই যে, তাদের ক্রীড়া-কৌতুকের যে বয়স এই বয়সে ইসলাম তাদের বৈধ দাবির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। যেমন আলোকসজ্জা এবং আতশবাজি ইত্যাদি যেখানে তাদের সামগ্রিক আনন্দের অংশীদার করে সেখানে এতে দেশের সাথে এক সম্পৃক্ততাও প্রকাশ পায় আর এভাবে শিশুদের বিনোদনেরও ব্যবস্থা হয়। স্থান-কাল ভেদে ভারসাম্য বজায় রেখে বিনোদন বারণ নয় কিন্তু শৈশবেই বাচ্চাদের সামনে স্পষ্ট করা উচিত যে, ইসলামী শিক্ষার গন্ডি এবং দেশীয় আইনের গন্ডিতে থেকেই আমরা সব কিছু করি এবং করব।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর শৈশবের দু'টো ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, আমার সব সময় মনে থাকে, আমি তখন এক ছোট বালক ছিলাম, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুলতান যা ন, তখন আমিও তাঁর সফর সঙ্গী ছিলাম, আমার বয়স ছিল সাত বা আট বছর। এই সফরের কেবল দু'টো ঘটনা আমার মনে আছে। তিনি বলেন, অবশ্য এমন কিছু ঘটনাও আমার মনে আছে যখন আমার বয়স কেবল দু'বছর ছিল বরং এক বন্ধু একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, আর আমার মনে পড়ে যে,তখন আমার বয়স মাত্র এক বছর ছিল। তিনি বলেন, শিশু বয়সের বেশ কিছু ঘটনা আমার মনে আছে কিন্তু এই সফরের কেবল দু'টি ঘটনা আমার স্মৃতিপটে জাগ্রত রয়েছে। প্রথম কথা হলো, ফিরতি পথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোরে অবস্থান করেন, সেই দিনগুলোতে সেখানে মোম নির্মিত মূর্তি প্রদর্শিত হচ্ছিল, অর্থাৎ মোম দ্বারা মূর্তি বানানো হতো যার মাধ্যমে বিভিন্ন বাদশাহ্ এবং তাদের রাজ দরবারের সচিত্র ছবি উপস্থাপন করা হতো। শেখ রহমতুল্লাহ সাহেব, যিনি ইংলিশ ওয়্যার হাউজের মালিক ছিলেন, সেই যুগে তা বোম্বাই হাউজ হিসেবে পরিচিত ছিল। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, এটি একটি শিক্ষনীয় বিষয় এবং এমন তথ্য-বহুল বিষয় যাতে ইতিহাস সম্পর্কে জানানো হয়, আর যেহেতু এটি শিক্ষনীয় বিষয় তাই আপনিও দেখার জন্য চলুন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেতে অস্বীকার করেন। এরপর তিনি আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন যে, আমি যেন গিয়ে এসব মূর্তি দেখে আসি। আমি যেহেতু তখন এক বালক ছিলাম তাই আমি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে জেদ ধরি যে, আমাকে এই মূর্তি দেখানো হোক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার পীড়াপীড়ির কারণে আমাকে সাথে নিয়ে সেখানে যান যেখানে বিভিন্ন বাদশাহ্র জীবনের ঘটনাবলীর সচিত্র প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, যাতে কতেকের জীবন, মৃত্যু এবং রোগব্যাধির চিত্রও অঙ্কন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখানে আমার এটিও মনে আছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এজন্য নিয়ে গেছেন বা নিয়ে যেতে রাজী হয়েছেন যে, অনেকেই এর প্রশংসা করে আর এটি একটি শিক্ষনীয় এবং ঐতিহাসিক বিষয়, এটি দেখতে কোন অসুবিধা নেই। কেবল বাচ্চার পীড়াপীড়ির কারণেই চলে যান নি। যদি তিনি মনে করতেন যে, এটি এমন একটি কাজ যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী তাহলে বাচ্চা পীড়াপীড়ি করলেও তিনি যেতেন না। এটি যেহেতু শিক্ষনীয় বিষয় ছিল তাই তা দেখার জন্য বাচ্চাকে সাথে নিয়ে যান।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দ্বিতীয় ঘটনা যা আমার মনে পড়ে তা হলো কেউ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লাহোরে নিমন্ত্রণ করে এবং তিনি তাতে অংশগ্রহনের জন্য যান। আমার যেন মনে হয় এটি নিমন্ত্রণ ছিল না বরং মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের কোন সন্তান অসুস্থ ছিল যাকে দেখার জন্য তিনি গিয়েছিলেন। যাহোক, শহরের ভিতর থেকে মসীহ্ মওউদ (আ.) ফিরে আসছিলেন, তখন সুনেহ্রী মসজিদের সিড়ির কাছে একটা বড় ভীড় দেখি যারা গালি দিচ্ছিল, তাদের মাঝে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল, খুব সম্ভব সে কোন মৌলভী ছিল, যেভাবে মৌলভীদের অভ্যাস হয়ে থাকে সে হয়তো কোন চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিল। মসীহ্মওউদ (আ.) এর গাড়ী যখন পাশ দিয়ে যায় তখন ভীড় দেখে আমি ভাবলাম এটি হয়তো কোন মেলা হবে। আমি দৃশ্য দেখার জন্য গাড়ী থেকে মাথা বের করি, তখনকার সেই ঘটনা আজও আমি ভুলি নি। আমি দেখেছি এক ব্যক্তি যার হাত কাটা ছিল এবং তাতে হলুদ লাগিয়ে পট্টি বাঁধা ছিল, সে তীব্র উত্তেজনার সাথে তার কাটা হাত দ্বিতীয় হাতের ওপর মেরে মেরে বলছিল যে, মির্যা পালিয়ে গেছে, মির্যা পালিয়ে গেছে।

এই ঘটনা আরেকটি বরাতে পূর্বেও আমি শুনিয়েছি। তিনি বলেন, দেখ! এক ব্যক্তি আহত, তার হাতে পট্টি বাঁধা কিন্তু বিরোধিতার আতিশয্যে সে মনে করে যে, আমি আমার কাটা হাত দ্বারাই নাউযুবিল্লাহ্ আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করব, নির্মূল করব, মিটিয়ে দেব বা আহমদীয়াতকে কবরস্ত করব। এটি কত ভয়াবহ শত্রুতা যা মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করে। মানুষ যেন কাদিয়ান না আসে আর আহমদীয়াতকে গ্রহণ না করে এর জন্য হেন কোন ষড়যন্ত্র নেই যা তারা করেনি। আহমদীদের মাঝে অনেক মানুষ এমন আছে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে কাদিয়ান আসার উদ্দেশ্যে বাটালা পর্যন্ত এসেছেন কিন্তু মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাদেরকে ফেরত পাঠায়। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, মৌলভী আব্দুল মাজেদ ভাগলপুরী সাহেবও এই কারণে প্রথমদিকে আহমদীয়াত গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকেন। তিনি যখন বাটালা আসেন মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাকে প্ররোচিত করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আর এটিই মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর নিত্যদিনের ব্যস্ততা ছিল, সে প্রত্যেক দিন রেলষ্টেশনে পৌঁছে যেত আর যেসব মানুষ কাদিয়ান আসার উদ্দেশ্যে ট্রেন থেকে নামতো তাদেরকে বলতো যে, কাদিয়ান গিয়ে কি করবে? সেখানে গেলে ঈমান নষ্ট হবে। অনেকেই তাকে আলেম মনে করে ফিরে যেত। আর মনে করত যে, মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন যা বলছে সত্যই হবে। .

(আলফজল ২৪ জানুয়ারী ১৯৪৩)

এসব কিছুই মৌলভীদের বিরোধিতার ফলশ্রুতি ছিল, তারা জনসাধারণকে এতটাই বিভ্রান্ত করে যে,সেই হাত কাটা ব্যক্তিও নারাবাজি করছিল। এইসব কিছু অর্থাৎ আলেমদের পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই যে, বিরোধিতা এটি তাদের অজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে ছিল। কিন্তু ধর্মের নামে তারা মানুষকে প্ররোচিত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছিল। অথচ যে কারণে বিরোধিতা করা হচ্ছিল বা যে কারণে আজও বিরোধিতা করা হয় এবং যা বলে আলেমরা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, মসীহ্ মওউদ (আ.) তো এসেছেনই সেই কাজ করার জন্য, সেই কথা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা এবং মহানবী (সা.)-এর খতমে নবুওয়তের যে মহান মর্যাদা রয়েছে তা পৃথিবীতে স্পষ্ট করার জন্য এবং প্রতিষ্ঠার করার জন্য। তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিক ছিলেন এবং নিষ্ঠাবান দাস ছিলেন। তিনি এসেছেন জগতবাসীকে এটি জানানোর জন্য যে, পৃথিবীর মুক্তি এখন এই শেষ রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে বা তাঁর কল্যাণেই সম্ভব। কিন্তু এই নামধারী আলেমদের দুর্ভাগ্য যে, তারা এই রসূল প্রেমিকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পরিবর্তে তাঁর কথা না মেনে তার ওপর এই অপবাদ আরোপ করছে যে, নাঊযুবিল্লাহ্, তিনি খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করেন বা মহানবী (সা.) থেকে নিজের মর্যাদাকে মহান এবং বড় মনে করেন। অথচ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আচার আচরণ এবং তাঁর শিক্ষার সাথে এসব কথার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। তিনি (আ.) সব ধর্মাবলম্বীদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, এখন মুক্তির পথ কেবল একটিই আর তা হলো ইসলাম গ্রহণ এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাসত্ব বরণ।

যাহোক, এসব আলেমরা তাদের চেষ্টা করে আসছে কিন্তু তবুও জামা'তের উন্নতি অব্যাহত ছিল। আর আজও এরা এমন অপচেষ্টা করছে

এবং করবে কিন্তু ঐশী তকদীর হলো মহানবী (সা.) এর এই নিবেদিত প্রাণ দাসের জামাত উন্নতি করছে এবং করে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন নিজেদের মাঝে সেই সত্যিকার পরিবর্তন আনয়ন করতে পারি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চান এবং প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত যেন আমরা স্থাপন করতে পারি, নিজেদের ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তাধারাকে আলোকিত করার চেষ্টা করুন, আর হৃদয়কে তাকওয়ায় পরিপূর্ণ করুন।

আজও জুমুআর পর এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব, শ্রদ্ধেয়া আমাতুল হাফিয রহমান সাহেবা, যিনি সাহিওয়ালের সাবেক আমীর ড. আতাউর রহমান সাহেবের স্ত্রী। তিনি ২০১৬ সালের ১৫ই এপ্রিল ইন্তেকাল করেন, ইন্নাল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মিঞাঁ আযিমুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র বধু এবং হযরত শেখ হোসেন বক্স সাহেবে র দৌহিত্রী ছিলেন। তার পিতা জনাব মালেক মোহাম্মদ খুরশীদ সাহেব রাবওয়ার প্রথম নির্মাণ কমিটির প্রাথমিক যুগের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল সাহিওয়ালের লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে খিদমতের তৌফিক পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার ওপর গভীর আস্থা রাখতেন, দোয়াগো, ইবাদতগুযার, গরীবদের লালনকারিনী, আর্থিক কুরবানী কারিনী, খিলাফতের সাথে সুগভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখতেন। ধৈর্যশীলা এবং খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ এক নারী ছিলেন। সাহিওয়ালে আল্লাহ্ তা'লার পথে যারা বন্দি হয়েছেন এবংযে দুর্ঘটনা ঘটে সেই সময় সেখানকার আমীর ছিলেন তার স্বামী, তাই অনেকেই সাক্ষাতের জন্য তার কাছে আসতো। তিনি তাদের আতিথেয়তা করতেন। তার স্বামী ডাক্তার আতাউর রহমান সাহেব প্রায় ৪০ বছর জামাতী দায়িত্ব পালন করা অব্যাহত রাখেন। তিনি খুবই দক্ষতা এবং আন্তরিকতার সাথে তাকে সাহায্য করেছেন। কেন্দ্রীয় অতিথিদের সুগভীর যত্ন নিতেন। সব সন্তান-সন্তুতির তরবীয়ত এমনভাবে করেছেন যে তাদের সকলেই খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক রাখে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি ওসীয়্যত করেছেন। তিনি পাঁচ পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তান-সন্ততিকে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করুন এবং তার সব ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন জামাতের জন্য কল্যাণকর হয়।(আমীন)

দুইয়ের পাতার পর.....

হুযুর (আই.) বলেন, আমার নিকট এটি অত্যন্ত অন্যায় এবং নেতিবাচক পরিণামের জন্ম দিবে। এই ধরণের বৈশ্বিক সংকটের সময় আমাদেরকে এই মৌলিক নীতিটি স্মরণ রাখা উচিত যে, যাবতীয় প্রকারের মন্দ কর্ম এবং অন্যায়কে যেন দমন করা হয়, এবং প্রত্যেক প্রকারের পুণ্য কর্ম ও মানবিকতাকে প্রসার করা হয়। এইরূপে মন্দ কর্ম বেশিদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারবে না। পক্ষান্তরে পুণ্যের প্রসার ঘটবে এবং আমাদের সমাজকে সুন্দর করে তুলবে। যদি আমরা এই পুণ্যকে আরও বিস্তৃত করি তবে এইরূপে আমরা তাদের উপর জয়যুক্ত হতে পারব যারা শান্তি ও মানবতার উচ্চতর মূল্যবোধকে বিলুপ্ত করতে চায়। কিন্তু আমরা দেখি যে, পৃথিবীবাসী এই নীতিকে গ্রহণ করতে এবং বুঝতে সক্ষম নয়, এবং এই কারণেই মিডিয়া বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর নিজেদের সংবাদপত্রের সার্কুলেশন বৃদ্ধি এবং দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টিকে বেশি প্রাধান্য দেয়। সেই মিডিয়া যারা মুষ্টিমেয় মানুষের অন্যায়-অত্যাচার প্রচার করে, বস্তুতঃ তারা দাঈশের মত অসৎ সংগঠনগুলির ষড়যন্ত্রকে সহায়তার দেওয়ার কারণ হচ্ছে। অথচ মিডিয়ার কর্তব্য হল পৃথিবীতে বিদ্যমান পুণ্যকর্মগুলিকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরা। কিন্তু তারা এক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এটি একটি এমন অন্যায় যা আরও বেশি বিভাজন ও বিবাদের বীজ বপন করছে। বিশ্ব রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করতে হলে শান্তি প্রতিষ্ঠাকেই আমাদের পরম লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এর জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। যদি আপনার মুসলমানের কথায় ভরসা না করেন তবে আমি আপনাদের সামনে কিছু বিশিষ্ট অ-মুসলিম ব্যক্তিত্বের বিবৃতি উপস্থাপন করব যারা রাজনীতিতে খ্যতনামা এবং বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খী। উদাহরণ স্বরূপ যখন আমরা বলি যে, উগ্রপন্থাকে, বিশেষ করে দাঈশের মত সন্ত্রাসী সংগঠনকে কিভাবেব পরাস্ত করা যায় - এর উত্তরে অষ্ট্রিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ কার্যবিধির প্রয়োজন যার মধ্যে ইসলামিক স্টেটসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়ার সদর আসদকেও নিজেদের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, আমার মতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং এটি রাশিয়া ও ইরানের মত বৃহত শক্তিগুলির সহায়তা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে প্রফেসর জন গ্রে, যিনি একজন প্রাক্তন রাজনীতিক দর্শনবিদ এবং যিনি লন্ডনের স্কুল অব ইকনমিক্সে দীর্ঘ সময় যাবৎ পড়িয়েছেন,তিনি সম্প্রতি 'বর্তমানের রাজনৈকিত অবস্থার উপর শান্তিকে প্রধান্য দান'-এর গুরত্ব প্রসঙ্গে লিখেন যে, 'প্রশাসনিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হোক বা, একনায়কতন্ত্রী হোক, বাদশাহী হোক কিম্বা প্রজাতান্ত্রিক হোক, এবিষয়গুলি শান্তি প্রতিষ্ঠার তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়।

হুযুর (আই.) বলেন, আমার মতে এটি অত্যন্ত পরিণামদর্শী বিশ্লেষণ। তথাপি,বৃহত শক্তিগুলি সেই সব দেশগুলিতে শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যেখানে শাসনব্যব্যবস্থা পূর্বে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমা দেশগুলি ইরাক থেকে সাদ্দাম হোসেনকে অপসারিত করার জন্য ব্যকুল ছিল। এই তের বছর ব্যপি যুদ্ধের বেদনাদায়ক পরিণাম আজও অনুভব করা যায়। আরও একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল লিবিয়ার যেখানে সদর কাযাফিকে ২০১২ সালে জোর পূর্বক পদচ্যুত করা হল এবং সেই সময় থেকে লিবিয়া অনবরত আইনহীনতা এবং ধ্বংসের পঙ্কিলে ডুবেই চলেছে। লিবিয়ায় এই রাজনৈতিক শুন্যতার সরাসরি পরিণাম এই হল যে, এখন সেখানে দাঈশ সন্ত্রাসের মজবুত ভিত্তি এবং জাল বিছিয়েছে এবং সে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এখন পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। আর এই বিপদ কেবল এই অঞ্চলের জন্যই নয় বরং ইউরোপের জন্যও ভয়ের কারণ রয়েছে যার সম্পর্কে আমি কয়েক বছর পূর্বেই সতর্ক করেছিলাম। এই কারণে এমন সব দেশে শাসনব্যব্যবস্থার পরিবর্তনকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিবর্তে এবিষয়টিকে নিশ্চিত করা আবশ্যক যে, জনসাধারণ যেন নিজেদের মৌলিক অধিকার পায় এবং দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিরিয়ার প্রসঙ্গে ফিরে এসে আমি অস্ট্রিয়ার বিদেশ মন্ত্রীর এই মন্তব্যের সঙ্গে ঐক্যমত যে, শান্তি প্রতিষ্ঠাই পরম উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই কারণে বৃহত শক্তিগুলিকে সিরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্মুক্ত রাখা উচিত এবং অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহায়তাও অর্জন করা উচিত, এলাকায় যাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, স্মরণ রাখুন! ইতিবাচক পরিবর্তন কেবল তখনই সম্ভব যখন ব্যপক স্বার্থের কারণে ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত স্বার্থের জলাঞ্জলি দেওয়া হয় সকল ক্ষেত্রে ন্যায় নীতি অবলম্বন করা হয়। যেরূপ আমি বলেছি।

ইসলাম বলে যে, ন্যায় নীতি হল সেই ভিত্তি যার উপর শান্তির ইমারত নির্মিত হয়। সুতরাং আমাদেরকে সময়ের আকস্মিক প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কয়েক বছর যাবৎ আমি সতর্ক করে আসছি যে, পৃথিবী আরও একটি বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর এখন অন্যান্য আরও অনেকেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। বস্তুতঃ অনেক বিশিষ্ট জনেরা একথা বলা আরম্ভ করেছে যে, তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। তথাপি আমি এখনও মনে করি যে, এই যুদ্ধকে থামানোর জন্য আমদের কাছে কিছু সময় আছে। কিন্তু এর জন্য ন্যায় নীতি অবলম্বন করা এবং নিজেদের বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থ ত্যাগ করা আবশ্যক। এরপূর্বে আমি বিভিন্ন সময় সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে অর্থ সরবরাহ করা বন্ধ করার বিষয়ে বলেছি। কিন্তু এখনও একথা বলা যেতে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 26th May 2016 Issue No. 12

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

পারে না যে, এ প্রসঙ্গে যাবতীয় প্রচেষ্টা সম্পন্ন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সাম্প্রতিককালের গবেষণামূলক প্রতিবেদন যা ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল-এ প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, দাঈশ ইরাকের সেন্ট্রাল ব্যাংকের মাধ্যমে নীলামী থেকে বিশাল অঙ্কের আমেরিকান ডলার অর্জন করেছে। ইরাককে এই ডলার আমেরিকার ফেডেরাল রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছিল। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, আমেরিকা প্রশাসন এবিষয়টি সম্পর্কে অন্ততপক্ষে ২০১৫ সালের জুন মাসে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিল। হুযুর আনোয়ার বলেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি যে, বৃহত শক্তিগুলি এই ব্যবসা সম্পর্কে অনেকপূর্বেই অবগত ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এছাড়াও তেল বিক্রয় সম্পর্কে সকলে এই বিষয়টি ভালভাবে জানে যে, বিভিন্ন সংগঠন এমনকি কিছু সরকারও দাঈশ-এর কাছ থেকে তেল ক্রয় করছে। এই ব্যবসা কেন বন্ধ করা হয় নি? এমন লেনদেনের ক্ষেত্রে কেন সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা লাগু করা হয় নি? বোঝা গেল যে, যখন তেল অর্জন করার বিষয় আসে তখন সমস্ত নৈতিকতাকে উপেক্ষা করা হয়। এই বিষয়টিকে লন্ডনের কিংগস কলেজের প্রফেসর লেফ ওয়েনার সম্প্রতি একটি গবেষণামূলক পত্রে বর্ণনা করেন। তিনি লেখেন যে, পৃথিবী তেল অর্জন করার জন্য যাবতীয় অন্যায় -অত্যাচার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত আছে। সুতরাং বিভিন্ন দেশ দাঈশ থেকেও তেল ক্রয় করেছে এবং সুডান থেকেও করেছে যেখানে মানবাধিকারকে দমন করা হয়েছে। এই বিষয়টি বানিজ্য বাজারের মৌলিক নীতির পরিপন্থী যা অনুযায়ী সহিংসতার ফলে মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, সম্প্রতি ইরাকের এনার্জি ইনস্টিউট -এর প্রেসিডেন্ট একটি গবেষণাপতে বর্ণনা করেন যে, দাঈশ কিভাবে তেল বিক্রয় করে। তিনি লেখেন যে, ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে আম্বার প্রদেশ থেকে আরদান প্রদেশ তেল পাঠানো হয়, এবং কুর্দিস্তানের মাধ্যমে, ইরান ও মসুলের মাধ্যমে তুর্কি এবং সিরিয়ার স্থানীয় বাজারেও বিক্রয় করা হয়। অনুরূপভাবে ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলেও বিক্রয় করা হয়, যেখানে এর অধিকাংশ স্থানীয়ভাবে রিফাইন করা হয়। এই সব দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনবহিত থাকবে, একথা যুক্তিতে খাটে না। এই কারণে যখন দাবী করা হয় যে, সন্ত্রাসী এবং উগ্রপন্থীদের ধ্বংস করার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, তখন বাস্তব এই দাবীর সত্যতাকে অস্বীকার করে। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে দৃষ্টিপটে রেখে কিভাবে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীতে প্রকৃত ন্যায় নীতি আছে।এটি কিভাবে দাবী করা যেতে পারে যে, সততা এবং বিশ্বস্ততা অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, অনুরূপভাবে সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী অস্ত্রের প্রসার প্রসঙ্গে মিডিয়ায় একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। সরকারী এভং নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন অনুসারে গত বছরে আমেরিকা ৪৬.৬ বিলিয়ন ডলার অস্ত্র বিশ্ব বাজারে বিক্রয় করেছে যা পূর্বের বছরের থেকে ১২ বিলিয়ন ডলার অধিক ছিল। এই প্রতিবেদনগুলিতে এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই অস্ত্র অধিকাংশই ঐ সকল দেশে বিক্রয় করা হয়েছে যেগুলি মধ্য প্রাচ্যে অবস্থিত। আর এইভাবে তারা সিরিয়া, ইরাক এবং ইয়ামান-এ যুদ্ধকে আরও উস্কে দিচ্ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আামি পুনরায়া বলছি যে, যদি এমন ব্যবসা চলতে থাকে তবে পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় নীতি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? আমি যে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম, এগুলি প্রায় সকলেই জানা। আর এগুলি বিশিষ্ট বিশ্লেষক ও সমালোচকদের মতামত সম্বলিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যতক্ষন পর্যন্ত না সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে এবং জাতি সমূহের মধ্যেও ন্যায় নীতি লাগু করা হয় পৃথিবীতে আমরা প্রকৃত শান্তির আশা করতে পারি না। ন্যায় নীতি ছাড়া দাঈশ এবং তাদের গোত্রের অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে পরাস্ত করতে বছরের পর বছর ব্যায় হবে। কিন্তু যদি পৃথিবী এই বার্তার প্রতি মনোযোগ দেয় এবং ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং সন্ত্রাসীদেরকে অর্থ সরবরাহ বন্ধ করতে প্রকৃত অর্থেই চেষ্টা করে, তবে আমি মনে করি , সন্ত্রাসবাদের নেটওয়ার্ক অচিরেই ধ্বংস করা সম্ভব হবে। একজন অবসর প্রাপ্ত মার্কিন সেনাপতির বিবৃতির উল্টো, যিনি বলেছিলেন দাঈশের বিরুদ্ধে দশ থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, অবশেষে আমি বলতে চাই যে, আমার বিশ্বাস, যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবীবাসী নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে সনাক্ত করে এবং তাঁকে সমস্ত জগতের প্রভু-প্রতিপালক জ্ঞান করে প্রকৃত ন্যায় নীতি জয়যুক্ত হতে পারে না। শুধু তাই নয় বরং পৃথিবী একটি ভয়াবহ এবং ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক যুদ্ধের সম্মূখীন হবে যার পরিণাম আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভোগ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমার দোয়া হল এই যে, পৃথিবী যেন এই সত্যকে উপলব্ধি করে। আমি দোয়া করি, আমরা যেন মানবতার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে নিজেদের ভুমিকা পালন করতে পারি এবং আমি এও দোয়া করি যে, প্রকৃত শান্তি যা ন্যায় নীতির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে, তা যেন পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বলে আমি আরও একবার আপনারা অতিথিদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা আজ এই সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'লা আপনাদের সকলের উপর স্বীয় কল্যাণ বর্ষিত করুন আমীন। অসংখ্য ধন্যবাদ॥

রিপোর্ট বাৎসরিক ইজতেমা লাজনা ইমাউল্লাহ কবিরা, ২০১৬

গত ১৫ ই মে, ২০১৬ তারিখে লাজনা ইমাউল্লাহ কবিরা তাদের বাৎসরিক ইজতেমা অত্যন্ত সফলতাপূর্বক সম্পন্ন করল। আলহামদোলিল্লাহ। এই ইজতেমার জন্য বিগত একমাস হতে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। লোকাল লাজনা ও নাসেরাতগণ বড় উৎসাহের সঙ্গে প্রতিযোগীতাসমূহে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৯টা হতে ক্রীড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঠিক সকাল ১১টার সময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মাননীয় আব্দুল খতীব সাহেব নায়েব সদর কবিরার সভাপতিত্বে দোয়ার সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়। এরপর একের পর এক নাসেরাতের তিনটি বিভাগের ও লাজনাদের দু'টি বিভাগের তিলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগীতা করানো হয়। পরিশেষে রাত্রি ৮টা হতে সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই ইজতেমায় প্রায় ৭০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত থাকেন। আল্লাহ তা'লা এই ইজতেমার শুভপরিণাম প্রকাশ করুন। আমীন॥

সংবাদদাতা: মির্যা এনামুল কবীর, নায়েব সার্কেল ইনচার্য দঃ ২৪ পরগণা

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) বলেন,

"মাহে রমযান পাঁচটি ইবাদতের সমষ্টি। প্রথমটি হল রোযা রাখ, দ্বিতীয়টি ফরয নামায ছাড়াও রাত্রি জাগরণ অর্থাৎ রাতে নফল ইবাদতসমূহ (তারাবীহ, তাহাজ্জুদের নামায ইত্যাদি) আদায় করা এবং বিনয়ের সাথে নিজ প্রভুর কাছে সব ধরণের মঙ্গল কামনা করা। তৃতীয়টি বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা। চতুর্থটি দান-খয়রাত করা এবং পঞ্চমটি প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা হতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা।"

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian, Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir